দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 28 JAN 2008
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

20 Report

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্র

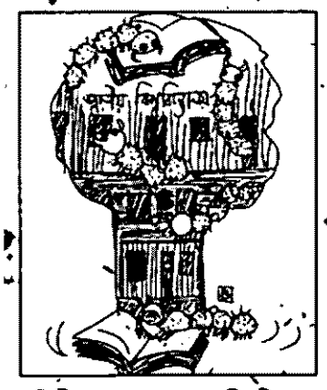

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারছে না। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে দক্ষ জনশক্তিসৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারেনি। দুর্নীতি, আত্মীয়করণ, প্রশ্নপত্র-ফাঁস, শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগে অস্বচ্ছতা, ইত্যাদি অনিয়ম থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বের হতে পারেনি। প্রশ্নপত্র-ফাঁসের অভিযোগে শিক্ষার্থীরা রাস্তা অবরোধ করে প্রতিবাদ করলেও অবস্থার উন্নতি হয়নি। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ পদে পরিবর্তন করেও বিশ্ববিদ্যালয়টিকে দুর্নীতি-অনিয়মমুক্ত করা যায়নি। সম্প্রতি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে গতিশীলতা আনার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫ টি গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য। কিন্তু সংস্কারের নামে শীর্ষপদসমূহে নতুন দায়িত্বপ্রাপ্তদের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও কিছু কর্মকর্তাকে অপসারণ, সাসপেন্ড ও চাকরি থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ ১৩টি গুরুত্বপূর্ণ পদ শূন্য। ভিসি, প্রোভিসি-১, ট্রেজারার ছাড়াও বাকি শূন্যপদগুলো হচ্ছে রেজিস্ট্রার, পরীক্ষানিয়ন্ত্রক, অর্থ ও হিসাব বিভাগের পরিচালক, তথ্য, পরামর্শ ও নির্দেশনা ইউনিটের পরিচালক, লাইব্রেরিয়ান, স্নাতকোত্তর শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণাকেন্দ্রের ডিন, স্নাতকপূর্ব শিক্ষাবিষয়ক ডুলের ডিন, কারিকুলাম উন্নয়ন ও মূল্যায়ন কেন্দ্রের ডিন ও শারীরিক শিক্ষাদফতরের পরিচালকের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদ। এসব গুরুত্বপূর্ণ শূন্যপদে অতিরিক্ত দায়িত্ব এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করে কার্যক্রম চালানো হচ্ছে।

বিএনপি-জামায়াত জোট-সরকারের সময়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অনিয়ম, দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, আত্মীয়করণ এমনকি, টাকার বিনিময়ে অযোগ্যদের নিয়োগ দেয়ার একাধিক অভিযোগ রয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতিগ্রস্ত জামায়াত-বিএনপি জোটের সমর্থক একজন উপাচার্যকে অপসারণ করেও বিশ্ববিদ্যালয়কে দুর্নীতিমুক্ত করা যায়নি। অনিয়ম, দুর্নীতি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। বিএনপি-জামায়াত জোটের বিশেষ আশীর্বাদপুষ্ট উপাচার্যকে অপসারণ করা হলেও সে-উপাচার্যের সময়ে নিয়োগপ্রাপ্ত দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারী এখনও প্রচণ্ড প্রতাপের সঙ্গেই বহাল তবিয়তে রয়েছে। বিশেষ বিবেচনায় নিয়োগপ্রাপ্ত এসব অযোগ্য-অদক্ষ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মান যাচাইয়ের চেষ্টা করা হয়নি। অযোগ্য-অদক্ষ লোক দিয়ে আর যাই হোক শিক্ষার মান উন্নত হতে পারেনা। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মানে উত্তরণের জন্যই যোগ্য এবং দক্ষ লোকনিয়োগ দিতে হবে। বিশেষ বিবেচনায় নিয়োগপ্রাপ্ত অযোগ্যদের ব্যাপারেও সিদ্ধান্তে আসা অত্যন্ত জরুরী।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গঠনমূলক সংস্কার প্রয়োজন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি, অনিয়ম দূর করা দরকার। একুশ শতকের উপযোগী দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো একুশ শতকের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে দুর্নীতিমুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা কারিকুলামের আধুনিকায়নের প্রয়োজন রয়েছে। প্রশ্নপত্রফাঁসের অন্ধ দরজা বন্ধ করতে হবে। আধুনিক জাতিগঠনের জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার স্বাভাবিক পারিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে। দুর্নীতিমুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছাড়া আধুনিক জাতি গঠন করা যায়না। আধুনিক জাতিগঠনের জন্যই আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজন। তার আগে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান অচলাবস্থা দূর করে ভারপ্রাপ্তদের ভার অবমুক্ত করা অত্যন্ত জরুরী। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পদগুলোতে সত্যিকারের দক্ষ ও যোগ্য লোকনিয়োগ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করতে হবে।